R. N. No 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-২৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্

রঘুনাথগঞ্জ

হেড অফিস—সদরঘাট *

ব্রাঞ্চ—ফুলতলা

বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

৬১শ বর্ষ
৪৫শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৬ই বৈশাখ, বুধবার, ১৩৮২ সাল।
৩০শে এপ্রিল, ১৯৭৫ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

ফরাক্কার জলে লাখ লাখ টাকার বোরো ধান নষ্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, ২৯ এপ্রিল—কলকাতা বন্দরের জন্য ফরাক্কার জল আশীর্ব্বাদ হলেও জঙ্গিপুর মহকুমার কয়েকটি মৌজায় ওই জল অভিশাপ-রূপে চরম আঘাত হেনেছে। কলকাতা অনেক দূর, তাই জলের প্রাথমিক ধাক্কা সামলাতে জঙ্গিপুর নাস্তানাবুদ। ফরাক্কার জল খাল-বিলে ঢুকে গিয়ে তাণ্ডব উল্লাসে মেতে উঠেছে হাজার মানুষের মুখের গ্রাস নিয়ে। প্রথম রাত্রেই কানুপুরে জলের তোড়ে সার বোঝাই গাড়ী সমেত দুটি গরু তলিয়ে গিয়েছে। ওই জল রঘুনাথগঞ্জের আখিড়াতে ঢুকে বংশবাটী বিলে গিয়ে পড়েছে এবং বংশবাটী, নজিরপুর, আলোয়ানী, মঙ্গলজন, বাঘা, তক্ষক প্রভৃতি গ্রামের প্রায় পাঁচ হাজার বিঘা জমির ৪০ হাজার মণেরও বেশী পাকা বোরো ধান ডুবিয়ে নষ্ট করেছে। ক্ষতির পরিমাণ বেশ কয়েক লাখ টাকা আবার গ্রামের রাস্তা জলমগ্ন হওয়ায় শহরাঞ্চলের সঙ্গে হিলোড়া, বংশবাটী প্রভৃতি গ্রামের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অপর এক সূত্রের খবর, ফরাক্কা বাঁধে প্রচুর মাছ আটকে ছিল। তাই জল ছাড়ার সাথে সাথে মাছের আমদানী বেড়েছে। অনেকের ধারণা, আখিড়া থকে নদীর ধার বরাবর বাঁধ দিলে ফরাক্কার জল তেমন ক্ষতি করতে পারবে না।

বিশেষ সম্পাদকীয়ঃ

'মোগল পাঠান হদ্দ হোল
ফার্সী পড়ে তাঁতি .....'

বিগত ১৩ই বৈশাখ 'জঙ্গিপুর সংবাদে'-র প্রতিষ্ঠাতা পুণ্যশ্লোক 'দাদাঠাকুর' স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের ৯৪তম জন্মদিবস ও সপ্তম প্রয়াণতিথি উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে আমাদের সম্পাদকীয় নিবন্ধে তাঁহারই স্মৃতি তর্পণ করিবার একান্ত ইচ্ছা ছিল। এবং ইহাই চিরাচরিত রীতি। কিন্তু যেখানে অন্যায়, যেখানে অপরাধ, যেখানে শাসনক্ষমতার ময়ূরপুচ্ছধারী প্রশাসকের স্বেচ্ছাচার সেখানেই 'জঙ্গিপুর সংবাদে'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকের লেখনী গর্জিয়া উঠিয়াছে। প্রতিবাদে সোচ্চার হইয়াছে। সেই ট্রাডিসনকে অনুসরণ করিয়া—তাঁহার জন্মদিনে তাঁহারই আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখার পবিত্র শপথ গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান সংখ্যায় অন্যায়ের প্রতিবাদস্বরূপ আমাদের নির্দ্দিষ্ট সম্পাদকীয় প্রকাশিত হইল না। তাহারই পরিবর্তে প্রথম পৃষ্ঠায় পাঠকদের আমদরবারে পেশ করা হইল এই বিশেষ সম্পাদকীয়।

পূর্ববর্তী ৯ই বৈশাখের প্রথম পৃষ্ঠায় পরিবেশিত সংবাদে জঙ্গিপুর মহকুমাবাসী তথা মুর্শিদাবাদ জেলার দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন নাগরিকবৃন্দ একজন শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত প্রশাসকের 'জঙ্গিপুর সংবাদে'র সম্পাদকের প্রতি অশোভন আচরণে অতিশয় বিস্মিত ও হতচকিত হইয়াছেন নিশ্চিত। ইতিমধ্যে আমাদের দপ্তরে ইহার বিরুদ্ধে অসংখ্য পাঠকের প্রতিবাদ-পত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ১৯১৪ সাল হইতে সুদীর্ঘ একষট্টি বৎসর ধরিয়া 'জঙ্গিপুর সংবাদ' মহকুমাবাসী মানুষের সেবা করিয়া আসিতেছে। দেশের ও জাতির সুদিনে-দুর্দিনে এই পত্রিকা প্রতিটি সাধারণ মানুষের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। শাসন-শোষণের তীব্র নিন্দায় মুখর হইয়াছে। তাই শাসক-শ্রেণীর আনুকূল্য লাভ ইহার ভাগ্যে জোটে নাই। কারণ 'কর্ত্তাভজা' আদর্শ দাদাঠাকুরের নিকট কখনও পাত্তা পায় নাই। সুতরাং ইহার জন্মলগ্নের পর হইতেই ক্ষমতাশীল অনেক বাঘা বাঘা মহকুমা শাসক ও জেলা শাসকের বহু চোখ রাঙানিকে এ পত্রিকা হেলায় উপেক্ষা করিয়াছে।

তাই আমরা সোচ্চারে তরুণ আই-এ-এস শ্রীজগন্নাথনকে গর্বের সঙ্গে জানাইতে চাই যে, তিনি যেন প্রয়োজনে জঙ্গিপুর সংবাদের অতীতের পৃষ্ঠাগুলি অবলোকন করেন। পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ সিংহের রাজত্বে ১৯২০ খৃঃ দ মহকুমা শাসক জ্ঞানদা ঘোষ দাদাঠাকুরকে সংবাদ প্রকাশের জন্য 'এ্যারেষ্টে'র হুমকি দিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে দাদাঠাকুর ইহাকে 'এ্যাট-রেষ্ট' মনে

—৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন

মুর্শিদাবাদ-মালদহ-নদীয়া মৌজা বিনিময়

বিশেষ প্রতিনিধি, ৩০ এপ্রিল—মুর্শিদাবাদের অঙ্গচ্ছেদ পরিকল্পনা মোতাবেক রাজ্যের ভূমি রাজস্ব দপ্তরের এক আদেশবলে ফরাক্কা ও সামসেরগঞ্জ থানার জগন্নাথপুর, পার অনুপনগর, পার পরাণপুর, দেবীদাস-পুর, দক্ষিণ বৈদ্যনাথপুর, অনুপনগর, শিবপুর, লালপুরসহ ১৪টি মৌজা আংশিকভাবে মালদহের কালিয়াচক থানার সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে ফরাক্কায় আন্দোলন হয়েছে, কাগজে লেখালেখি হয়েছে, যদিও কোন ফল হয়নি। তবে কর্তৃপক্ষ নিতান্তই হৃদয়হীন নন। যাতে কেউ চেঁচামেচি করতে না পারেন তার জন্য তাঁরা সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। মালদহের হোসেনপুর, কুলি, দেওনাপুর, শিকারপুর, পার সুপুজাপুরসহ কয়েকটি মৌজা মুর্শিদাবাদের সঙ্গে (ফরাক্কা থানার সঙ্গে) জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এখন থেকে এই সব 'অদল বদল' এলাকার লোকেদের ফৌজদারী, আদালত গ্রাহ্য ও ভূমি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্ম নিজ নিজ নির্ধারিত এলাকায় করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে বিধানসভার আর এস পি সদস্য তিমির ভাদুড়ী ১২ এপ্রিল রঘুনাথগঞ্জে এক সাক্ষাৎকারে জানান, নদীয়া জেলার করিমপুর থানার ৪টি মৌজা মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী

—৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২

মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ

হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)

রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সবুজ বিপ্লবের শরিক হ'তে
রাসায়নিক সার ব্যবহার করুন
এফ, সি, আই-এর অনুমোদিত এজেন্ট
ক্ষুদিরাম সাহা
চারুচন্দ্র সাহা
(জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্ এণ্ড
অর্ডার সাপ্লায়ার্স)
পোঃ ধুলিয়ান,(মুর্শিদাবাদ)

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই বৈশাখ বুধবার, সন ১৩৮২ সাল।

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

সমরের কথা।

(দাদাঠাকুরের পত্র)

"সম্পাদক ভায়া,

যুদ্ধের খবর ত খুব দিচ্ছ। যুদ্ধ কাকে বলে জান? কখনো যুদ্ধ দেখেছ? বোধ হয় না। আমার এত বয়স হল গয়া, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, কলিকাতার যাদুঘর, হাওড়ার পুল ইত্যাদি দেখবার জিনিস সব দেখেছি; কিন্তু যুদ্ধ ত কোনখানেই দেখলাম না। দেখি নাই বা কি করে বলব? যাত্রা শুনতে গিয়ে কিন্তু অনেকবার যুদ্ধ দেখেছি। যুযুৎসু বীরগণের বীরদর্পে আস্ফালনও শুনেছি: 'সাবধান দুরাচার,/কহ যদি কটু ভাষ মোরে/ পলকে প্রলয় করিব এখনি/কাঁপিবে মেদিনী আজি বীর পদভরে।'

এ যুদ্ধ বড় মজার যুদ্ধ। যোদ্ধাগণের কোন পক্ষেরই একটু শোণিতপাত হইল না। সামিয়ানার সঙ্গে যে আলো ঝুলান থাকে তাহারও কোনও ক্ষতি হইল না অথচ একজন মিছামিছির মরণ মরিল; একটু পরে সাজঘরে গিয়া তামাক টানিতে লাগিল। এমন লড়াই হলে মন্দ হয় না।

কিন্তু ইউরোপে যে যুদ্ধ বাধিয়াছে এ তেমন নয়। এতে মানুষ 'সত্তি সত্তিই' মরিবে। তাই বুঝি তোমরা শান্তিপূর্ণ দেশে হৈ চৈ বাধাইয়াছ? ইউরোপ তোমাদের দেশ হইতে কত দূরে আছে জান? না দেখেছ, ম্যাপে ত মালুম পেয়েছ। তবে অত দূরের গোলমালে সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করছ কেন? তোমরা বাজারের দর বাড়াচ্ছ, এক পয়সার জিনিস পাঁচ পয়সায় বেচিয়া এই হুজুগে কিছু পুঁজি করবার মতলব আঁটছ। জল না দেখেই মোজা খোলা তোমাদের অভ্যাস। তোমরা রাম না জন্মিতেই রামায়ণ প্রস্তুত কর।

ভাবী দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করিয়া নিজেদের ভবিষ্যৎদর্শিতা প্রমাণ করিতেছ। আবছা যুদ্ধ বাধিল তাতে তোমাদের দেশ হইতে চাল, কলাই লইয়া গিয়া কি যুদ্ধের রসদ হইবে? তা যদি না হয় তোমাদের চালে ডালে খিচুড়ি কে ঘুচাবে ভাই?

তবে অত ভাবনা কেন? মায়ের কোলের ছেলে কি কখন শত্রুকে ভয় করে? না, কোনও বিপদ আশঙ্কা করে? তাহার মাতা যতই গরীব হউক না কেন, ছেলে তাহাকে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালিনী মনে করে। তা না হলে সে লোককে "মাকে বলে দিব" বলিয়া শাসায় কেন? তোমরাও তেমনি মায়ের কোলে আছ মনে কর। শুধু শুধু হাবা জুজুর ভয় দেখাইয়া দেশের লোককে ভীত করিও না। জার্ম্মান যেমন বেগে উঠিয়াছেন, তেমনি বেগে পড়িবেন। মেয়েরা বলে "অতি বড় হয়োনা ঝড়ে ভেঙ্গে যাবে। অত ছোট হয়োনা ছাগলে মুড়ে খাবে"। এই স্ত্রীবাক্য কি একেবারে মিথ্যা হবে?

তাই বলি, সম্পাদক ভায়া, 'যুদ্ধ যুদ্ধ' করে কাগজখানা পূর্ণ করবার চেষ্টা করিও না। অন্য কিছু লেখ আর দেশের নিরক্ষর লোকদিগকে মাভৈঃ মাভৈঃ বলিয়া সাহস দাও। নচেৎ দেশে নিষ্কারণে বিভ্রাট ঘটিবে। এই কয়েক সপ্তাহে তোমাদের কাগজ দেখিয়া লোকে আমচুরের হাঁড়ি, বড়ির হাঁড়ির ভাবনায় পড়িয়াছে। ও যুদ্ধ সংবাদ ত্যাগ করিয়া নিজেদের দরিদ্রতার সঙ্গে যুদ্ধ কর। তাকে পরাস্ত করিতে না পারিলে হাতেমুখে যুদ্ধ বন্ধ হইবে। আর কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর যেন আমাদের ভারতেশ্বরের কোনও অমঙ্গল না হয়।

আর এক কথা—যুদ্ধে যে সকল বীরপুরুষ নিহত হইবেন তাঁহাদের একটু উপকার করা তোমাদের হাতে আছে; সেইটুকু করিতে পার ত ভাল হয়। এই তোমাদের অপর পক্ষ খুব নিকটবর্ত্তী তর্পণ আরম্ভ হইবে, সেই সময়ে "অতীত কুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং/ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্" উচ্চারণ করিয়া কয়েক অঞ্জলি জল বেশী করিয়া দিও। তোমরা হিন্দু মরা মানুষকে জল ও খাদ্য দিতে তোমরা যেমন মজবুত অন্য কোনও প্রকার সম্প্রদায় তা পারে না।

২রা ভাদ্র, ১৩২১

সঙ্কলন: শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

প্রহার ও নৈরাজ্য

আপনাদের গত ৯ এপ্রিল, '৭৫-এর সংখ্যাটি পড়ে যথেষ্ট বিস্মিত ও আশ্চর্য হলাম। 'প্রহারের প্রতিবাদে' এবং 'শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য—১' শীর্ষক সংবাদ ও আলোচনাটিতে সত্যের এমন বিকৃত ও কুৎসিত রূপ দেখে আমি আশঙ্কিত। আপনারা তোতাপাখীর মতো শিক্ষক মহাশয়ের এক পেশে বিবৃতিটুকুই উল্লেখ করেছেন। লঘু অপরাধে নয় বিনা অপরাধে শ্যামাচরণকে প্রহারের পর এখন আত্মরক্ষার জন্যই শিক্ষক মহাশয় ক্লাসের সেকশনগুলিতে ভারসাম্য রক্ষার ও শ্যামাচরণের অশ্লীল মুখভঙ্গী করার অজুহাত বের করেছেন। বৎসরের এক চতুর্থাংশ চলে যাওয়ার পর কোন ছাত্রকে ভারসাম্য রক্ষার অজুহাতে অন্য সেকশনে পাঠানোর প্রয়োজন কি? স্কুলের সম্পাদক মহাশয় আমাকে বলেছেন, শ্যামাচরণের কোন দোষ নেই ও খুব ভাল ছেলে। আমি গোপনে খবর নিয়ে জেনেছি যে মৃগাঙ্কবাবুর মারা উচিত হয়নি'। ভকত সত্যনারায়ণবাবু লিখেছেন, 'শিক্ষক মৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী স্কুলের স্বার্থেই শ্যামাচরণকে বেত্রাঘাত করেন'। সত্যনারায়ণবাবুকে মনে করিয়ে দিই কবি লিখেছেন—'শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে গো'। প্রধান শিক্ষক মহাশয় ৪ তারিখের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন। আর ৭ তারিখে ওঁরই উপস্থিতিতে ওঁর ঘরে রুদ্ধদ্বারে এস এফ আই এর তিনজন বাহিরাগত সদস্য যখন শ্যামাচরণকে দুইটি সাদা কাগজে স্বাক্ষর করতে চাপ দিচ্ছিল, শিক্ষক মহাশয় বলছিলেন—না দিলে খারাপ হবে,—টি-সিও দেওয়া হতে পারে' এবং তারপরে বাহিরাগতদের সাহায্যে উনি শ্যামাচরণকে দিয়ে ভয় এবং চাপের মুখে ওঁদেরই লেখা 'ক্ষমাপত্র'টি পাঠ করিয়ে নেন। তাতে কি তিনি খুব গর্বিত? গত ১৩ তারিখ স্কুলের পরিচালক মণ্ডলীর সভায় বেশির ভাগ সদস্য ২ এবং ৭ তারিখের ঘটনায় প্রধান শিক্ষক সমেত শিক্ষক মহাশয়ের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ ও বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। আমার প্রশ্ন স্কুলে চরিত্র গঠন কি একমাত্র মৃগাঙ্কবাবুই করেন? জানতে চাই ওঁরই সহকর্মী নিতাইবাবুকে কিছুদিন আগে একইভাবে চরিত্রগঠন করতে গিয়ে প্রধান শিক্ষকের বকুনি খেতে হয়েছিল কেন? শিক্ষক মহাশয়দের হয়ে স্কুলে শ্যামাচরণের উপরে ভবিষ্যতে আর অন্যায় না হওয়ার অঙ্গীকারপত্র লেখার সাহস ও বুদ্ধি এস-এফ-আই-এর ছেলেরা কোথায় পায়?

—আশিসকুমার রুদ্র, রঘুনাথগঞ্জ

(আমরা শিক্ষকের কোন বিবৃতি এখনও প্রকাশ করিনি। কাজেই প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে পত্রদাতার মন্তব্য সামঞ্জস্যহীন। —সঃ জঃ সঃ)

ভ্রম সংশোধন

গত ১৬ এপ্রিল, ১৯৭৫ তারিখে জঙ্গিপুর সংবাদে 'ভুয়া মারকশীটে স্কুলে প্রতারণা' শিরোনামায় পরিবেশিত সংবাদের "যদিও তখন ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম, এ পড়বার কোন ব্যবস্থা নাকি ছিল না" লাইনটি আপত্তিজনক। কারণ যতদূর মনে হয়, সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক মশাই প্রকৃত কোনও অনুসন্ধান ছাড়াই ঐ রকম সংবাদ পরিবেশন করেছেন। আসলে উপরি-উক্ত সময়ের অনেক আগে থেকেই (আনুমানিক ১৯৬১-৬২ সাল) ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম, এ পড়বার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা আছে।

চুনিলাল গুপ্ত, রঘুনাথগঞ্জ

জিমন্যাসটিক ট্রেনিং ক্যাম্প

মির্জাপুর, ২৩ এপ্রিল—ষ্টেট কাউনসিল অব স্পোরটস্ এর নির্বাচনক্রমে গতকাল থেকে স্থানীয় নবভারত স্পোরটিং ক্লাবে পঃ বঃ সরকারের জিমন্যাসটিক ট্রেনিং ক্যাম্প আরম্ভ হয়েছে। এখানে বিভিন্ন ক্লাবের ২০ জন ছেলেমেয়েকে শিক্ষা দেওয়া হবে। সরকারীভাবে প্রত্যেকের টিফিনের জন্য প্রতিদিন এক টাকা করে ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর করা হয়েছে এবং শিক্ষকদের মাসে ১০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

দাদাঠাকুর

—শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

প্রতি বৎসরে পিতামাতার তিরোভাব তিথিতে তাঁদের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করা এবং তাঁদের প্রীত্যর্থে ব্রাহ্মণ ভোজন ও দীনদুঃখীর যথাসাধ্য দুঃখমোচন করার রীতি অতি প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে চলে আসছে। এই দিনটাকে বলা হয় পিতামাতার "দিবসী"। পাশ্চাত্য দেশে সভাসমিতি বা গির্জায় প্রার্থনার দ্বারা এই 'দিবসী' পালন করা হয়। আজ এই "নয়া জমানার" দিনে এ সব অবান্তর বলেই মনে করা একটা ঢঙ্ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই জন্য জঙ্গিপুরের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান মানবতার পূর্ণ প্রতীক দাদাঠাকুরের আবির্ভাব ও তিরোভাব দিনে বেশীর ভাগ জঙ্গিপুরবাসীর মনে সাড়া জাগার লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় না। দাদাঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত জঙ্গিপুর সংবাদ এই বিশেষ দিনে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে একটি অবশ্য কর্তব্য-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করে পিতৃঋণ পরিশোধের পুণ্য অর্জন করেছেন এবং আমাদেরকেও দাদাঠাকুরের মহিমময় জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। জঙ্গিপুরবাসীরা আজ পর্যন্ত দাদাঠাকুরের নামাঙ্কিত কোনও সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেনি। পণ্ডিত প্রেস ও জঙ্গিপুর সংবাদ না থাকলে হয়তো এতদিনে জঙ্গিপুর থেকে দাদাঠাকুরের নাম মুছে যেত। দাদাঠাকুরের একদা নিত্য সহচর ও শিষ্য শ্রীনলিনীকান্ত সরকার (অধুনা পণ্ডিচেরির আশ্রমবাসী) তাঁর অবিস্মরণীয় "দাদাঠাকুর" গ্রন্থের প্রকাশ ও ছায়া চিত্রকারদের এই গ্রন্থের সিনেমার পর্দায় দাদাঠাকুরের জীবনের বহু ঘটনাকে জীবন্ত করে উপস্থাপনের দ্বারা আমাদেরকে একটি বড় রকমের কলঙ্ক থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

যে যে অনন্যসাধারণ মহৎ গুণের দ্বারা দাদাঠাকুর এক একান্ত অজ্ঞাত ও অপরিচিত পল্লীর নিভৃত কোণের কূপমণ্ডুকতার গণ্ডি পার হয়ে স্বমহিমার সমুজ্জ্বল দীপ্তিতে দশের সামনে মেঘমুক্ত সূর্যের মত প্রকাশিত হয়ে তৎকালীন বঙ্গ সমাজকে ও সাহিত্যিক পরিমণ্ডলকে আদর্শে আস্থাশীল করেছিলেন সেই সব অনন্যসাধারণ গুণের একত্র সমাবেশ একটি মানুষে কদাচিৎ দেখা যায়। দারিদ্র্যের মধ্যে থেকে সারাজীবনে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ এবং মনুষ্য জীবনের পূর্ণ সার্থকতা প্রাপ্তি যে সম্ভব তা প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ছাড়া একমাত্র দাদাঠাকুরের মধ্যেই দেখেছি। দারিদ্র্যই যে আধুনিক জীবনের সকল প্রকারের একমাত্র কারণ হতে পারে না দাদাঠাকুর তা জীবনের আচার আচরণ এবং বসন বিরলতার দ্বারা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে গিয়েছেন। দুঃখের আসল কারণ দারিদ্র্য নয়, আমাদের মনের নিত্য অশান্তি ও ক্লেশের উদ্ভব হচ্ছে জীবনের নব্যমূল্যায়নে এবং পশু জীবনযাপনের দিকে দুর্নিবার আকর্ষণ।

দাদাঠাকুর সারাজীবন কাটিয়েছেন খালি পায়ে, এক ধুতি ও এক চাদর পরিচ্ছদ হিসেবে গ্রহণ করে। সারাজীবন অশনবসনে কৃচ্ছ্রতা সাধনের সঙ্গে অন্যের অভাব মোচনের জন্য যথাসাধ্য করে তৃপ্তিলাভ করা ছিল তাঁর জীবনের নিত্যকৃত্য। স্বেচ্ছায় বরণ করা এই দারিদ্র্যই তাঁকে বসিয়েছিল সমগ্র দেশের পূজার আসনে এই বিরলবেশ দরিদ্র ব্রাহ্মণকে তৎকালীন উন্নাসিক শ্বেতচর্ম উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা এবং দম্ভীদর্পী অভিজাত সম্প্রদায় দেখত বিশেষ সম্ভ্রম শ্রদ্ধা ও সম্মানের দৃষ্টিতে। গ্রামে সহরে রাজধানীতে সর্বত্র সকল শ্রেণীর মানুষই তাঁকে দেবমানুষ বলে মনে করত। দারিদ্র্যকে তিনি রাজমহিমা দান করে গিয়েছেন।

দাদাঠাকুরের জীবনের মহিমার পূর্ণ পরিচয় দিতে গেলে এক বা ততোধিক বৃহদাকার গ্রন্থ রচনা করতে হয়। এগুলির মধ্যে দু একটি বিষয়ের উল্লেখ করে আজকের এই নিবন্ধের উপসংহারে উপস্থিত হতে চাই।

দাদাঠাকুরের গায়ের রঙ ছিল সাদা (গৌরবর্ণ), মন ছিল সাদা, ব্যবহার ছিল সাদা এবং সর্বোপরি একটা অনাবিল সাদা হাসি ছিল তাঁর নিত্য সাথী। তিনি নিজে হাসতে পারতেন প্রাণ খুলে এবং হাসাতে পারতেন বিষাদের পরিবেশকে সাদা করে। চিত্তের এই যে সদানন্দময় অবস্থা এবং নিত্যপ্রসন্নতা একে আমাদের দেশের শাস্ত্রকররা বলেছেন স্থিতপ্রজ্ঞতার ভিত্তিভূমি। বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে দাদাঠাকুরের হাসির গানে। হাসির গান দ্বিজেন্দ্রলালরায়, রজনীকান্ত সেন, অমৃতলাল বসু প্রভৃতি আরও কয়েকজন সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যকে উপহার দিয়েছেন কিন্তু দাদাঠাকুরের হাসির গানের একটা বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্যত্র দেখা যায় না। তাঁর হাসির গান অনেক ক্ষেত্রেই নিছক হাস্যরসের সৃষ্টির দ্বারা আনন্দময় পরিবেশের সৃষ্টি করে। বিদ্রূপাত্মক হাসির গানও লিখেছেন সেখানে বিদ্রূপের পাত্রকে চাবুক মারার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখে জল দেখতে পাই। মা যেমন ছেলেকে শাসন করতে গিয়ে অশ্রুপাত করেন। তাঁর গানগুলির বেশির ভাগই হাস্যরসাত্মক। দুঃখের বিষয় এগুলির বেশির ভাগই অধুনালুপ্ত বিদূষক ও জঙ্গিপুর সংবাদের পুরাতন ফাইলের মধ্যে বন্দী হয়ে আছে। অনেক গান দাদাঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্রের কণ্ঠস্থ হয়ে আছে। সেগুলি সংগৃহীত হয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলে বাংলা সাহিত্যে একটা মূল্যবান সংযোজন হবে। নিরানন্দের মধ্যে আনন্দ লোকের সৃষ্টি করা কৃষ্ণমেঘের গায়ে ইন্দ্রধনুর সৃষ্টির মত এবং এই ইন্দ্রধনুর রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন দাদাঠাকুর। এই হাস্যরস সৃষ্টির অত্যাশ্চর্য কুশলতায় তিনি হয়েছিলেন সর্বজনপ্রিয় সর্বত্র বিজয়ী। কলকাতার অভিজাতমহলে দিল্লীর কেন্দ্রীয় সভার সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের আড্ডায় দাদাঠাকুরের রসিকতা তুলতো হাসির হুল্লোড়। সঙ্গে সঙ্গে হাসির গান রচনা করে একদিকে তিনি যেমন যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়ে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিতেন অন্যদিকে তেমনই হাস্য কৌতুকের সৃষ্টি করে ক্রুদ্ধ মনের ক্রোধকে পরিবর্তিত করতে পারতেন।

দাদাঠাকুরের জীবনের সকল কাজের উৎস ছিল আত্মৌপম্য দৃষ্টি —সকলকে নিজের মত করে দেখা, অন্যের সুখদুঃখকে নিজের সুখদুঃখ বলে মনে করা। এই জন্য তিনি অন্যের বিপদে—বিপন্নকে রক্ষা করার জন্য নিজের সকল শক্তি নিয়োগ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না। লাটবেলাট রাজা মহারাজার দরবারে তিনি আনন্দ পরিবেশন করেছেন কিন্তু কোথাও আত্মসম্মান এবং আত্মমর্যাদাবোধকে কোনও প্রকারে ক্ষুণ্ণ হতে দেননি। এই সব বড়-লোকদের কৃপার দান তা সে যত কেন বেশি হোক না, অনায়াসে উপেক্ষাভরে প্রত্যাখ্যান করার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দাদাঠাকুরের দরিদ্র জীবনের মধ্যে দেখা গিয়েছে। বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে এই সব রাজা-রাজরারা তাঁর দিকে তাকিয়ে তাঁকে চিরজীবনের জন্য দেবতার আসন দিয়েছে। তাঁর আর্থিক অবস্থা তেমন কিছু ভাল ছিল না। সেই স্বল্প বিত্তের মধ্যে গোপন দান ছিল প্রচুর। আমি বাল্যকাল থেকেই তাঁর স্নেহপাত্র হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম এবং তাঁর অন্তরঙ্গতা লাভ করে তাঁর অপূর্ব অসাধারণ মহিমময় জীবনের মহত্ত্বের শত শত ঘটনা নিজের চোখে দেখেছি, প্রত্যক্ষ করেছি তাঁর অসামান্য চারিত্রিক দৃঢ়তা, অনমনীয় আত্মমর্যাদা-জ্ঞান অলৌকিক সারল্য—সর্বোপরি মানবতাভিত্তিক জীবনধারা। কোনও প্রকারের ভণ্ডামি, চালাকি বা আন্তরিকতার অভাব তিনি একেবারেই বরদাস্ত করতে পারতেন না, পক্ষান্তরে যে কোনও অবস্থার লোকই হোক না কেন সে বিপন্ন হলে শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সেই লোকের বিপন্মুক্তির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ছিল এই দেবমানবের স্বভাবসিদ্ধ। আজ তাঁর আবির্ভাব-তিরোভাব দিনে তাঁর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার সহস্র পুষ্পাঞ্জলি দান করে এই অধন্য জীবনকে ধন্য বোধ করছি। তাঁর উদ্দেশ্যে পুনরায় জানাই সহস্র প্রণাম।

বাসন্তী পূজা অর্চ্চনা

অরঙ্গাবাদ, ২২ এপ্রিল—বাসন্তীপূজা উপলক্ষে স্থানীয় হিন্দু মিলন মন্দিরে চারদিনব্যাপী পূজার্চনা, বিচিত্রানুষ্ঠান ও যজ্ঞানুষ্ঠান হয়ে গেল। জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রচুর পুণ্যার্থীর সমাবেশে উৎসব মুখরিত হয়ে ওঠে।

মহাবীর জয়ন্তী : অরঙ্গাবাদে জৈন সমাজ কর্তৃক জৈন ভবনে ভগবান মহাবীরের ২৫০০ তম জন্ম-জয়ন্তী পালিত হয় ২৪ এপ্রিল সন্ধ্যায়। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত, আবৃত্তি ও মহাবীর প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। ধুলিয়ান ও জঙ্গিপুরেও দিনটি সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়।

টেলিফোনে সাংবাদিককে হুঙ্কার

রঘুনাথগঞ্জ : ২২ এপ্রিল দুপুরে জঙ্গিপুরের এস-ডি-পি-ও রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিং জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত একটি সংবাদের নথিপত্র তাঁকে না দিলে জঙ্গিপুর সংবাদের প্রতিনিধি সত্যনারায়ণ ভকতকে টেলিফোনে ডাকাতি মামলায় জড়াবেন বলে হুমকি দেন। জঙ্গিপুর মহকুমা সাংবাদিক সমিতি ২৭ এপ্রিলের সভায় এস-ডি-পি-ওর বিধিবহির্ভূত আবদার ও হুমকি প্রদর্শনের নিন্দা করেন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

দাদাঠাকুরের জন্য

প্রিয় অনুত্তম,

দাদাঠাকুরের ৯৪তম জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে তোমাদের ওখানে যে স্মরণসভা হবে, তাতে যোগদান করার জন্য যে আমন্ত্রণপত্র তুমি পাঠিয়েছো, তা পেয়েছি। তোমাদের সকলের সঙ্গে মিলিত হওয়ার এই সুযোগটা আমি গ্রহণ করতে পারলাম না, সেজন্য মর্মাহত। গত কয়েক মাস থেকেই আমি অসুস্থ ; এখন তো প্রায় গৃহবন্দী অবস্থা বলা চলে।

যাইহোক, দাদাঠাকুরের জন্মবার্ষিকীর একটা অর্থ এবং সার্থকতা আছে বলে আমি মনে করি। কারণ দাদাঠাকুর তো শুধুই একটি ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিত্বই নন ; তিনি একটা যুগ, ইতিহাসের একটা অধ্যায়। যে যুগে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেই যুগের নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, কর্তব্যপরায়ণতা, আদর্শনিষ্ঠা, ত্যাগ, কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণগুলি আজ কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। পেছন ফিরে সেই যুগের একটা সামগ্রিক মূল্যায়ণ করতেও আজ আমাদের ভয় লাগে। সেইজন্য হয়তো অতীতের দিকে তাকাই না। কিন্তু কেন ভয় লাগে? হয়তো আত্মসন্তুষ্ট হবার অথবা গৌরব-অনুভব করার মত প্রত্যয় মিলে না। কেন মিলে না? এত নিষ্ঠা, এত ত্যাগ, এত সংগ্রাম, এত শহীদ, এত বক্তা, এত নেতা, এত ধর্ম, এত অহিংসা, এত যোদ্ধা, এত এত সব কাণ্ড থাকা সত্ত্বেও এবং শেষ পর্য্যন্ত স্বাধীনতা অর্জন করা সত্ত্বেও গৌরবে বুকটা ফুলে ওঠে না কেন? হয়তো মনের গভীরে সমগ্র জাতির অবচেতন মনেই কোথাও একটা হীনমন্যতা বা অপরাধবোধ ঢুকে আছে। কিন্তু থাক সে কথা।

জানি দাদাঠাকুরের যুগে আমরা ফিরে যেতে পারি না—যা অতীত তা অতীত। কিন্তু তবু অতীতের অবশেষরেশ শূন্য হয়ে যায় না ; সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে আমাদের চাল-চলন, চরিত্র, স্বভাব, ব্যবহার, আচরণ ইত্যাদিতে তাৎপর্য্যপূর্ণ দুরপনেয় রেখাঙ্কন সৃষ্টি করে যায়। সুতরাং আত্মসমালোচনা ও আত্মশোধনের জন্য দাদাঠাকুরের যুগের কথা, তাঁর ত্যাগের কথা, তাঁর অপরাজেয় আদর্শবোধের কথা আমাদের স্মরণ করতেই হবে। দাদাঠাকুরের জীবন এবং বাণী আমাদের বলছে—অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় কর, ক্ষমার দ্বারা বিরোধকে বশ কর, বীর্য্যের দ্বারা অবসাদকে দূর কর, প্রীতির দ্বারা কল্যাণকে আমন্ত্রণ কর।

দা'ঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিত স্মরণে

—ঠাকুরদাস শর্ম্মা

তোমাকে কি ব'লে সম্বোধন করবো,
কত লোকে কত বলে—
বিদূষক, হাস্যরসিক, সাংবাদিক
কবি, লেখক, দার্শনিক।
তবু আমার চোখে তুমি শুধু মানুষ
একজন সত্যিকারের মানুষ ॥

তুমি বজ্রাদপি কঠোর
তবু কুসুমের চেয়ে কোমল তোমার মন।
অন্যায়ের প্রতিবাদে গর্জ্জে উঠেছে
তোমার জ্বালাময়ী লেখনী।
আপোষহীন সংগ্রামী তুমি
অন্যায়ের সোচ্চার প্রতিবাদে ॥

তোমার যে চোখে দেখেছি আগুন
সেই চোখেই দেখেছি জলধারা
অক্ষম অসহায়ের মমতায় ॥

তোমার প্রাণের মধু পরশে
দারিদ্র্য হ'য়েছে মহান্—
তার ভীতিবিহ্বল প্রেত চক্ষু
হার মেনেছে তোমার কাছে।
তাই তো তুমি দারিদ্র্যজয়ী—
তুমি এক মহান্ সাধক ॥

তুমি ঋষি, তুমি যাজ্ঞিক
সার্থক তোমার দারিদ্র্য জয়ের সাধনা,
তুমি আশুতোষ তুমি দুঃখজয়ী
দুঃখের চিতাভস্ম গায়ে মেখে
তাকে রূপান্তরিত ক'রেছো বিভূতিতে ॥
শারদ চন্দ্রের স্নিগ্ধ কিরণধারা
তোমার দেহে মনে অনুভূতিতে,
তাই সার্থক তোমার শরৎচন্দ্র নাম।
হে দারিদ্র্য জয়ী মহাযোদ্ধা
তোমারে প্রণাম, তোমারে প্রণাম ॥

আজকের এই জনতাবহুল জীবনের যাত্রাপথে যেখানে মানুষকে ঠেলে, মাড়িয়ে, ধাক্কা মেরে, এগিয়ে চলতে হ'চ্ছে, যেখানে সবৈ চেয়ে বিচিত্র ব্যাপার কি জান? —মানুষেরই দেখা পাওয়া দুর্লভ ঘটনা হয়ে উঠেছে। দাদাঠাকুরের জন্মদিনে তাই বার বার মনে হ'চ্ছে—জনতা বাড়ছে, মানুষ কমছে। তাইতো রাতজাগা জ্যোতির্বিদ বছরের পর বছর যেমন আকাশের প্রান্তে নতুন তারকার সন্ধানের আশায় বসে থাকে, তেমনি আমরাও পথ চেয়ে আছি নতুন মানুষের আগমনের।

—প্রফুল্লকুমার গুপ্ত, গোরাবাজার

শ্রদ্ধালিপি

বিগত ১৩ই বৈশাখ স্বর্গগত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর) মহাশয়ের ৯৪তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে এই স্বর্গীয় মহাত্মার স্মৃতিতে আমার সশ্রদ্ধ অন্তরের বিনতি নিবেদন করছি।

দাদাঠাকুর প্রকাশ্যতঃ ছিলেন একজন রঙ্গব্যঙ্গের কবি, মানুষের চিত্তবিনোদনকারী একজন নির্মল আমোদ-প্রমোদ পরিবেশক বিদূষক। কিন্তু এটি তাঁর গৌণ পরিচয়। এই পরিচয়কে আড়াল করে তাঁর আর একটি গূঢ় পরিচয় ছিল। সেখানে তিনি একজন নির্লোভ তেজস্বী সত্যনিষ্ঠ সাধুপুরুষ। শত প্রলোভনেও এই তেজস্বী ব্রাহ্মণের আদর্শকে নোয়ানো যায় না, তিনি যা সত্য বলে জেনেছেন তাকে বিচলিত করা যায় না। এইখানেই দাদাঠাকুরের ব্যক্তিত্বের সর্বাধিক মহত্ত্ব বলে আমি মনে করি। এমন মানুষ কোটিতে গোটিক জন্মে। দাদাঠাকুর স্বয়ং একটি ইনষ্টিট্যুশন—তিনিই তাঁর তুলনা।

বাংলার যুবক সম্প্রদায়ের একজনার মধ্যেও যদি দাদাঠাকুরের এই তেজস্বিতা ও নির্লোভতার আদর্শের সঞ্চার করা যায় তাহলেও এই জন্মবার্ষিকীর উদ্যম সার্থক।

—নারায়ণ চৌধুরী

মুখোশ

– অমলকৃষ্ণ গুপ্ত

[দাদাঠাকুরকে স্মরণ করে]

ঘুণধরা সমাজকে দূর থেকে জানাই সেলাম ;
আজকে এসেছে দিন হিসাবের ; ছোট থেকে বড়ো
সকলে হয়েছে এক আসমানতলে আজ জড়ো
বুঝে নিতে কী চেয়েছি অথচ সবাই কী পেলাম।
মিথ্যার বেসাতি করে যে হয়েছে ফেঁপে ফুঁপে লাল
তার নাম সত্যদাস বুক ফুলিয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটে,
অশুভ চিন্তায় যার কেটে যায় সারাটা সকাল
সেই হলো শুভময় পরিচিত হাটে মাঠে বাটে।
শিক্ষার আরম্ভ যার এখনো হয়নি গোড়া বেঁধে
এখনো যে সংস্কৃতির উচ্চারণ শেখেনি সঠিক,
নিজেকে বিদগ্ধ বলে পরিচয় দিতে ফন্দী ফেঁদে
কাকের কর্কশ কণ্ঠে বলে ওঠে, জান আমি পিক।
এ মুখোশ খুলতে হবে, তা না হলে বঞ্চনার জাল
জড়িয়ে জীবন যাবে বিড়ম্বিত আসন্ধ্যা সকাল ॥

আবার ভুয়া মারকশীটে স্কুলে প্রতারণা

নিজস্ব সংবাদদাতা, রঘুনাথগঞ্জ, ২৯ এপ্রিল—আবার ভুয়া মারকশীট, আবার প্রতারণা। চর পিরোজপুর মহেশচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তেজেন্দ্রনাথ সরকার নামে একজন প্রাথমিক শিক্ষকের দাখিলিকৃত বিহার মাধ্যমিক পর্ষদের মাধ্যমিক পরীক্ষা পাসের সারটিফিকেট ও মারকশীট জেলা স্কুল বোরড ও রঘুনাথগঞ্জ চক্রের স্কুলসমূহের অবর পরিদর্শকের তৎপরতায় ভুয়া বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং গত ৯ মাস থেকে সেই প্রতারক শিক্ষকের কোন খোঁজ-খবর পাওয়া যাচ্ছে না। খবর নিয়ে জানা গেছে, ১৯৭১ সালের ২৯ ডিসেম্বর থেকে বিহার মাধ্যমিক পর্ষদের মাধ্যমিক পরীক্ষা পাসের মারকশীট ও সারটিফিকেট দাখিল কোরে তেজেন্দ্রনাথ সরকার চর পিরোজপুর মহেশচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছিলেন। হঠাৎ তাঁর সারটিফিকেট ও মারকশীটের ব্যাপারে সন্দেহ হওয়ায় কর্তৃপক্ষ বিহার মাধ্যমিক পর্ষদের কাছে তেজেন্দ্রনাথ সরকার সম্পর্কে জানতে চাইলে পর্ষদের উত্তরে তেজেন্দ্রনাথ সরকারের দাখিলিকৃত সারটিফিকেট ও মারকশীট ভুয়া বলে প্রমাণিত হয় ১৯৭৪ সালের গত ৯ জুলাই তারিখে। এরপর কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের কাছে ১৯৭৪ সালেরই ১৩ জুলাই তারিখে ৪৩২৮/৪ নম্বর চিঠিতে এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য জানতে চান। কিন্তু প্রতারক শিক্ষক আজ পর্যন্ত সে চিঠির কোন উত্তর দেননি এবং সেইদিন থেকেই তিনি অন্তর্ধান হন। এখন পর্যন্ত তাঁর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

দাবদাহ, লোডশেডিং

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩০ এপ্রিল—প্রচণ্ড দাবদাহে গ্রামবাঙলা জ্বলছে। লোডশেডিং-এ শহরাঞ্চল ঘামছে। মাঝে কিছুদিন স্বাভাবিক বিদ্যুৎ সরবরাহের পর গরম পড়ার সাথে সাথে শুরু হয়েছে লোডশেডিং-এর পরিচিত বিভীষিকা। যখন তখন বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়ে ষ্টুডিও, চাকী, ছাপাখানা ও ছোটখাটো অন্যান্য কারখানা অচল হয়ে যাচ্ছে। ঘাম ছুটছে গৃহস্থদের ভ্যাপসা গরমে। আবার বৈশাখের এক পক্ষ চলে গেল তবু বৃষ্টি বা কালবৈশাখীর সাক্ষাৎ মিললো না। রোদে পুড়ে সাগরদীঘি, রঘুনাথগঞ্জ ও সুতী এলাকার বোরো ধান জ্বলে গেল, জঙ্গিপুর মহকুমার আমের গুটি বেশীর ভাগই ঝরে পড়লো। বৃষ্টির বদলে শুধু ঝোড়ো হাওয়া বইছে বাহাত্তর সালের মত। তবে কি এবারও দাবদাহ ঘোষণা করছে খরার অস্তিত্ব? বজ্রমেঘও হচ্ছে না বৃষ্টিও হচ্ছে না। কাজেই মাঠ-ঘাট সব খাঁ খাঁ করছে। জঙ্গিপুর মহকুমার গ্রামাঞ্চল থেকে ধান জ্বলে যাবার সঙ্গে প্রচণ্ড পানীয় জলকষ্টের সংবাদ আসছে।

ক্যানেলের জল বন্ধ

সাগরদীঘি, ২৮ এপ্রিল—এই ব্লকের সেচসেবিত এলাকায় রমনা প্রধান ক্যানেলের একটি শাখা ভুরকুণ্ডা পর্যন্ত গিয়ে আরও দুই উপশাখায় ভাগ হয়ে একটি বোখারা, অপরটি মোরগ্রাম মৌজা পর্যন্ত গিয়েছে। খবর এসেছে যে, হাজীপুর, ফুলসহরী, জনসী, বেলড়িয়া, গাঙ্গাড্ডা ইত্যাদি গ্রামে ক্যানেলের বিভিন্ন স্থানে বাঁধ দেওয়ার ফলে বোখারা ও মোরগ্রাম মৌজায় আজ প্রায় ৪৫ দিন হল জল পৌঁছায় নি। জল আটকে দেওয়ার ঘটনা এই প্রথম নয়, চাষের জলের অভাব দেখা দিলেই ওই সব জায়গায় স্থানীয় লোকেদের সহায়তায় ক্যানেলে বাঁধ দিয়ে জল ধরে রাখা হয়। এবারও তাই হয়েছে এবং দেড় মাসের ব্যবধানে এক ফোঁটাও জল ক্যানেলের শেষ প্রান্ত গিয়ে পৌঁছায়নি। গ্রামবাসীদের ধারণা, সেচ বিভাগের কর্মীদের গাফিলতির জন্যই নাকি এটা হচ্ছে। ওঁরা ক্যানেলের শেষ প্রান্তে জল গিয়েছে কিনা তার খবর জানার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না করেই যে সব জমিতে বোরো ধান বোনা হয়েছে তার খাজনা ধার্যের তালিকা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এখন রমনা থেকে ভুরকুণ্ডা পর্যন্ত বেশ কয়েক জায়গায় ক্যানেলে বাঁধ দেওয়া আছে এবং সেই সমস্ত বাঁধের উপর সশস্ত্র পাহারাদার মোতায়েন করা হয়েছে।

শিক্ষক আবশ্যক

হাউসনগর প্রস্তাবিত হাই মাদ্রাসার জন্য একজন বি, এ, শিক্ষক প্রয়োজন। বি টি অগ্রগণ্য। ৫ দিনের মধ্যে দরখাস্ত করিতে হইবে।

সম্পাদক,
হাউসনগর হাই মাদ্রাসা
পো: তিনপাকুড়িয়া, জেলা মুর্শিদাবাদ

ফার্সী পড়ে তাঁতি (১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ) করিয়াছিলেন। ১৯২৪ সালে তিনি ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট এডি সাহেবের কৈফিয়ৎ তলবকেও তোয়াক্কা করেন নাই। ১৯২৬ খৃঃ এস-ডি ও চারু গুপ্তের উদ্দেশে লিখিয়াছিলেন: 'এরা নরম যে তার ব্যাঘ্র/গরম যে তার ছুঁচো/চৌকিদারের কেউটে সাপ/আর সাহেব দেখলেই কেঁচো।' সুতরাং আজকের মহকুমা শাসকের স্পর্ধাকে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' নীরবে মানিয়া লইবে না। কারণ 'সত্য'ই আমাদের হাতিয়ার আর জাগ্রত জনতা আমাদের সাথী। কিছু নির্জীব চেতনাহীন সভাসদের পিঠচাপড়ানিতে এই আমলাতান্ত্রিক প্রশাসক যদি সাংবাদিকের স্বাধীনতা ও মর্যাদায় আঘাত হানিতে সচেষ্ট হন—তবে সমস্ত চেতনাসম্পন্ন সাংবাদিকের ধিক্কার তাঁহার উপর বর্ষিত হইবে—দাদাঠাকুরের 'জঙ্গিপুর সংবাদ' মুহুর্মুহু গর্জিয়া উঠিবে। মুর্শিদাবাদ জেলার সংগ্রামী জনতার দরবারে স্বকীয় কৃতকর্মের কৈফিয়ৎ এই আত্মগর্বী আমলাকে দিতেই হইবে।

মৌজা বিনিময় (১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ) থানার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু সেই সংযুক্তি নিয়ে জলা কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে জলঙ্গীর এম এল এ-র মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে। নদীয়ার যে চারটি মৌজা জলঙ্গীর সাথে সংযুক্ত হয়েছে, এম এল এ সেই সব মৌজার লোকেদের জমির পাট্টা বা পরচা মানতে রাজী নন। তবু কংগ্রেস সভাপতি এই নিয়ে মুভ করছেন। খবর পাওয়া গিয়েছে, নিষ্পত্তির জন্য বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত গড়িয়েছে।

বিড়ির সেরা

অমর স্পেশ্যাল বিড়ি, মন্দির মার্কা বিড়ি

মুর্শিদাবাদ
বিড়ি ফ্যাক্টরী
ধুলিয়ান : মুর্শিদাবাদ

—সকল প্রকার
ঔষধের জন্য—
নির্ণয় ও নিরাময়
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ
ফোন—আর, জি, জি ১৯

চলতি আউশ মরশুমে নিম্নলিখিত যে কোন একটি উচ্চফলনশীল ধানের বীজ ছিটিয়ে বুনুন।

কাবেরী, বাল্লা, পুসা ২-২১, আই-ই-টি ৮৪৯, রত্না পল্লমন ৪ জয়া।

এ সব ধানের ফলন দেশী আউশ ধানের তুলনায় কয়েকগুণ বেশী। চাষের যথাযথ ব্যবস্থা জেনে নিয়েই কেবল চাষ করবেন। চাষ ব্যবহার নিয়মাবলী স্থানীয় ব্লক অফিস অথবা বহরমপুর মুখ্য কৃষি আধিকারিকের দপ্তর থেকে সংগ্রহ করুন। বীজ সংগ্রহের জন্য স্থানীয় ব্লক অফিস বা নিকটবর্তী গ্রামসেবকের সংগে যোগাযোগ করুন।

মুখ্য কৃষি আধিকারিক
মুর্শিদাবাদ
বহরমপুর

Memo No. 4512 (6) Date 19-4-75

মদনগোপাল মেমানী
এণ্ড ব্রাদার্স
জেনারেল মার্চেন্টস্ এণ্ড
কমিশন এজেন্টস্
ধুলিয়ান ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—১৬

খেতে ভাল ফোন—২৩
★মুক্তা বিড়ি ★ নুরুল বিড়ি
★রেখা বিড়ি
ময়না বিড়ি ওয়ার্কস্
ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ
ট্রানজিট গোডাউন
ডালকোলা (ফোন—৩৫)

স্মরণ-শ্রদ্ধার্ঘ্য

সত্যনারায়ণ ভকত ঃ বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে ২৭ এপ্রিল (১৩ বৈশাখ) রঘুনাথগঞ্জে দাদা-ঠাকুর শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের ৯৪তম জন্ম-জয়ন্তী ও সপ্তম মৃত্যু-বার্ষিকী পালিত হয়। সকালে বিবেকানন্দ ক্লাবের পরিচালনায় প্রভাতফেরী বের করা হয়। সন্ধ্যায় ও রাত্রে 'বাণীকণ্ঠ' পত্রিকা গোষ্ঠীর উদ্যোগে জঙ্গিপুর টাউন ক্লাবে আড়ম্বরপূর্ণ ও রঘুনাথগঞ্জ বিবেকানন্দ ক্লাবে অনাড়ম্বর আয়োজনের মধ্যে দিয়ে দাদাঠাকুরের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সর্বপ্রথম বিবেকানন্দ ক্লাব গত বছর থেকে এ ধরনের অনুষ্ঠান শুরু করেন এবং তাঁদেরই প্রচেষ্টায় 'দাদাঠাকুর সরণী' পুরসভার অনুমোদন লাভ করে।

সকালে দাদাঠাকুরের স্বপ্নসৌধ 'পণ্ডিত প্রেস' ও 'জঙ্গিপুর সংবাদ' সংস্থায় এই উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক ক্ষিতিরঞ্জন মজুমদার, প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন 'জনমত' সম্পাদক রাধারঞ্জন গুপ্ত। ৯৪টি প্রদীপ জালিয়ে জন্মদিন ঘোষিত ও প্রতিকৃতিতে মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদিত হবার পর দাদাঠাকুরের বহু স্মৃতি-বিজড়িত স্মৃতি রোমন্থন করেন দাদাঠাকুর তনয় (কনিষ্ঠ) অমলকুমার পণ্ডিত। অনুষ্ঠানে ঘোষিত, শারীরিক অসুস্থতার জন্য অনুপস্থিত পুরোহিত প্রফুল্লকুমার গুপ্ত প্রেরিত পত্র পাঠ করেন রবীন্দ্র পণ্ডিত। বক্তাদের বক্তব্যে হরিলাল দাস বলেন, হিউমারের চেয়েও দাদাঠাকুরের স্যাটায়ার ছিল গভীর মর্মস্পর্শী। অধ্যাপক নুরুল ইসলাম মোল্লা বলেন, দাদাঠাকুর ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে জলন্ত প্রতিবাদ। ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সত্যের বলিষ্ঠ প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দা'ঠাকুর। 'জঙ্গিপুর সংবাদ' সম্পাদক অনুত্তম পণ্ডিত বলেন, দাদাঠাকুরের আদর্শেই জঙ্গিপুর সংবাদ এগিয়ে যাবে। প্রধান অতিথির ভাষণে 'জনমত' সম্পাদক রাধারঞ্জন গুপ্ত বলেন, জঙ্গিপুর সংবাদকে বাদ দিয়ে দাদাঠাকুরকে চিন্তা করা যায় না। দাদাঠাকুর যেমন গৌরব, সাংবাদিক হিসেবে জঙ্গিপুর সংবাদও আমাদের কাছে তেমনি গর্বের। দাদাঠাকুরের আদর্শে সাংবাদিকদের এগিয়ে যেতে হবে, তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে সাংবাদিকদের শপথ নিতে হবে। প্রবীণ শিক্ষক অবনীকুমার রায় জঙ্গিপুর পুরসভা কর্তৃক দাদাঠাকুরের স্মৃতিরক্ষার দাবি জানান। এ ছাড়াও বক্তাদের মধ্যে ছিলেন পুরপতি ডাঃ গৌরীপতি চ্যাটারজি, রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকা জ্যোৎস্না ব্যানারজি, সাহিত্যিক সত্যেন্দ্রনাথ বড়াল প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন অরুণ ব্যানারজি, মাষ্টার বিপু, শুক্লা পণ্ডিত, সমীর পণ্ডিত, অনিতা মুখারজি ও অনিল সরকার। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন প্রত্যর্পণ সিংহ রায়। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রাক্তন জঙ্গিপুর সংবাদ সম্পাদক বিনয়কুমার পণ্ডিত ছিলেন অন্যতম।

জঙ্গিপুর মহকুমা সাংবাদিক সমিতি

রঘুনাথগঞ্জ, ২৭ এপ্রিল—সাম্প্রতিক কালে জঙ্গিপুর মহকুমা তথা পশ্চিম বাঙলায় সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের উপর হুমকি, অশোভন আচরণ ইত্যাদির ঘটনা দ্রুত বাড়তে শুরু করেছে। গণতন্ত্র বিপন্ন হয়ে পড়েছে। তাই আজ সাংবাদিক দাদাঠাকুরের ৯৪তম পুণ্য জন্ম তিথিতে তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নির্ভীকভাবে স্বাধীন চিন্তাধারা প্রকাশ এবং সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের স্বাধিকার রক্ষার তাগিদে 'জঙ্গিপুর মহকুমা সাংবাদিক সমিতি' নামে মহকুমার সাংবাদিকদের এক ঐক্যবদ্ধ জোট জন্মলাভ করেছে। নবগঠিত সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন নুরুল ইসলাম মোল্লা, সহ-সভাপতি হরিপ্রসাদ মুখারজি, যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন প্রত্যর্পণ সিংহ রায় ও সত্যনারায়ণ ভকত। কার্যকরী সমিতির সদস্যদের মধ্যে আছেন অনুত্তম পণ্ডিত, অচিন্ত্য সিংহ, বিমান হাজরা, কুনাল দে, বিশ্বনাথ চ্যাটারজি, চন্দ্রশেখর ঘোষ এবং অন্যান্যরা। উপদেষ্টা মনোনীত হয়েছেন রাধারঞ্জন গুপ্ত (জনমত) ও সমর পাণ্ডে (আনন্দবাজার)। আজকের সভায় 'জঙ্গিপুর সংবাদ' সম্পাদকের সঙ্গে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের ও 'জনমত' সম্পাদকের সঙ্গে বহরমপুর গার্লস কলেজের অধ্যক্ষার অশোভন আচরণের নিন্দা প্রস্তাবসহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। মহকুমার প্রতিটি সাংবাদিক, সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবীদের সমিতির সভ্য হতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ পণ্ডিত প্রেস ও জঙ্গিপুর সংবাদ কার্যালয়, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ।

থিন এ্যারারুট ★ ডাইজেসটিভ ★ সবার জন্যই ব্রিটানিয়া
বামাপদ চন্দ্র এ্যাণ্ড সনস্
ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানীর জঙ্গিপুর মহকুমার একমাত্র পরিবেশক।
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ
ফোন : ২৬

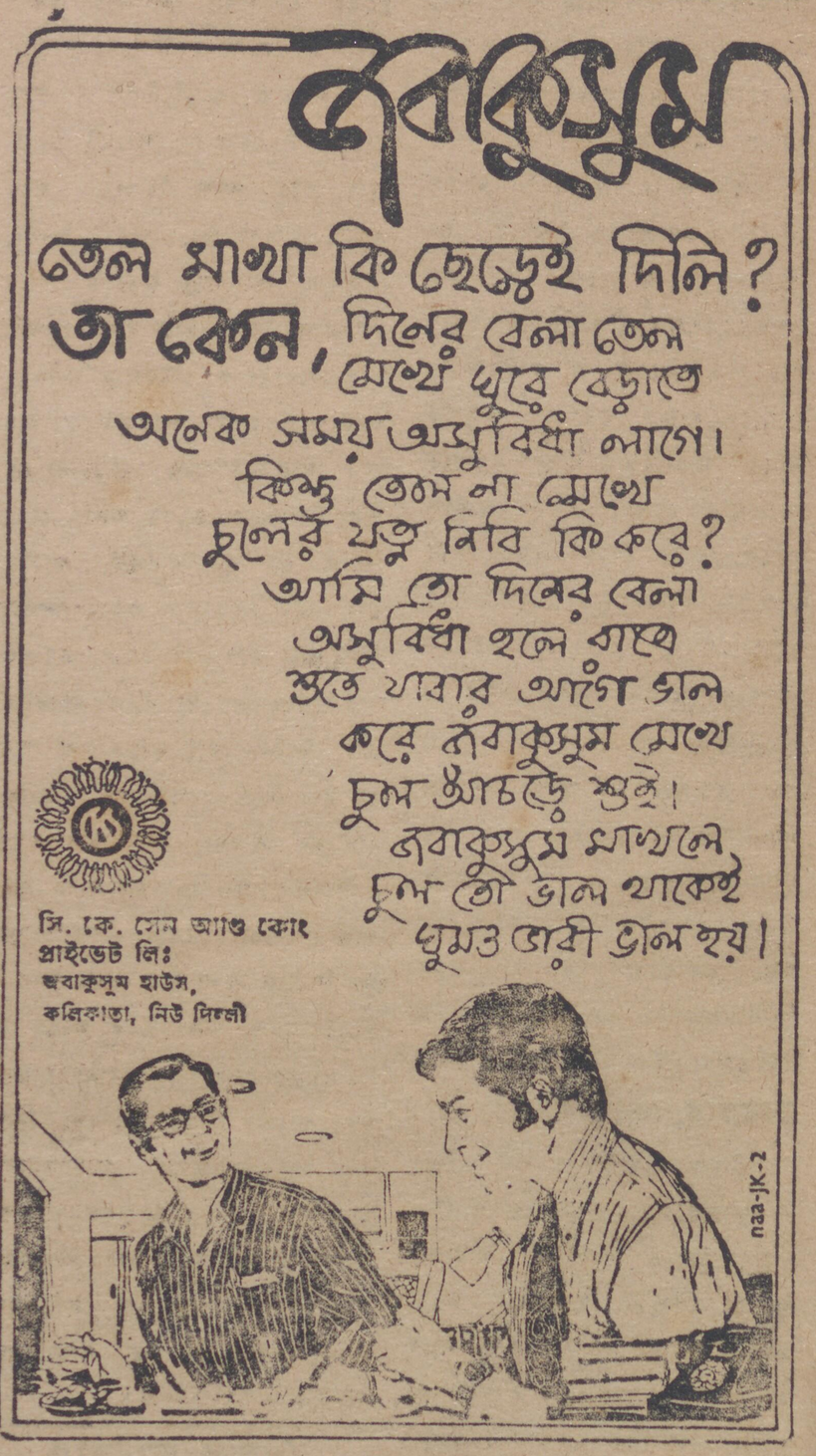

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফোন—অরঙ্গাবাদ-৪৭
—ধূমপানে পরিতৃপ্ত হোন—
★ ৫৬১নং নারায়ণ বিড়ি ★ ৫০৫নং পাঁচকড়ি বিড়ি ★ ১নং প্রভাত বিড়ি
বান্ধব বিড়ি ফ্যাক্টরী (প্রাঃ) লিঃ
পোঃ অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)